দৈনিক ইত্তেফাক

62

তারিখ 27 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

জাতীয় অস্তিত্বের প্রয়োজনে নকল বন্ধ করতে হবে

মাহমুদ জামাল

পরীক্ষার সাথে নকল শব্দটি সমার্থক হয়ে গেছে। যেখানে পরীক্ষা সেখানেই নকল। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, এমনকি আলেম তৈরীর কারখানা খোদ মাদ্রাসাতেও চলছে দেদারছে নকল। বস্তায় বস্তায় নকল ধরা পড়ছে- বহিষ্কার হচ্ছে হাজার হাজার। কিন্তু প্রতিফল কি? নকল প্রবণতা তো কমছেই না বরং বেড়েই চলেছে- যেন ছোঁয়াচে রোগের মত। নকল প্রতিরোধে প্রশাসনের সাথে আর কেউ হাত না মিলালেও নকলবাজদের সহযোগিতার জন্য লোকের অভাব হয় না। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, ফটোকপিয়ার ব্যবসায়ী, ক্ষেত্রবিশেষে স্বয়ং পুলিশ এমনকি মানুষ গড়ার কারিগর তথাকথিত শিক্ষকরাও এদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। তাই ইদানীং শিক্ষকরা নকল ধরার পরিবর্তে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাহারা দেন এমন কথাও শোনা যায়। এ যে মোটেও অমূলক বা মিথ্যে নয় তা স্বীকার করতেই হয়।

নকল প্রতিরোধ নিয়ে ভাবনা যে চলছে না তা নয়। পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, প্রশ্নপত্রের ধরন বদলসহ জন্য পদক্ষেপগুলি শিক্ষা বিভাগ যারপরনাই নকল বন্ধের চেষ্টায় গলদঘর্ম, কিন্তু এর পরিমাণ বাড়ছে বৈ কমছে না। আগের যুগের ভাল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা নকলের ধার ধারতো বলে শুনিনি। এখন তারাও সুযোগ ছাড়তে নারাজ। ছাড়বেই বা কেন? নাম্বারই যখন মেধা যাচাইয়ের মূল মানদন্ড তখন যে কোন উপায়ে তা হাসিল করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয় কি? তাই বর্তমানে কমবেশী সকল ছেলেমেয়েই নকলের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাগিয়ে চলছে। কিন্তু এ অবস্থা কেন হলো, এর জন্য দায়ীই বা কে এটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করছেন না। দুনিয়াতে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান আল্লাহপাক দিয়ে দেননি। শুধু খুঁজে নিতে হবে এই যা। সুতরাং নকল প্রতিরোধেরও উপায় না থেকে পারে না।

নকল যে চৌর্যবৃত্তি তাতে সন্দেহ নেই। তবে এখানে চোর শুধু রাষ্ট্রের বা সমাজেরই নয় ক্ষতি করছে নিজেরও। এটিই শুধু সিঁধ কাটা চোরের সাথে নকলবাজদের পার্থক্য। তবে ইদানীং নকলবাজরা চোর থেকে ডাকাতে পদোন্নতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করছে। তাই পাতা কেটে লুকিয়ে-চুরিয়ে লেখার ঝামেলা এড়াতে মফস্বলের কিছু স্কুল-কলেজের পরীক্ষার্থী গোটা বই নিয়েই বসে পড়ছেন। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আজ এমনই এক পর্যায়ে উপনীত যে, নকলে বাধা দিলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। শিক্ষক-ম্যাজিস্ট্রেট এমনকি আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশবাহিনীও রেহাই পাচ্ছেন না নকলবাজদের আক্রমণ থেকে। বেশী নাম্বার পেয়ে ভালো রেজাল্ট করে কার আগে কে অপেক্ষাকৃত ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে- এ সর্বনাশা প্রতিযোগিতার বিষাক্ত খেলায় অভিভাবকরাও যেন সামিল হয়েছেন। পুত্র-কন্যার পরীক্ষার দিনে ব্যবসা বন্ধ করে, অফিস কামাই করে হল এলাকায় ভিউটি দেন তথাকথিত অতি দায়িত্ববান পিতারা-ভাব দেখে মনে হয় যেন পরীক্ষাটা তারই, সন্তানের নয়। ইদানীং অবস্থা হলো এলাকায় কিছু প্রফেশনাল সাপ্লাইয়ারও পাওয়া যায়। এদের জন্য অভিভাবকদের কিছু ছাড়তে হয়, এই আর কি। এইসব অতি দায়িত্ববান অভিভাবক যদি বছরের অন্যান্য সময় ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর রাখতেন তাহলে পরীক্ষার সময় কেন্দ্রে গিয়ে তাদের এহেন তকলিফ পোহাতে হতো না-একথা তাদের বোঝায় কে?

পরীক্ষার সময় ফটোকপিয়ার ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বেশ জমে উঠে। বিশেষ করে কেন্দ্র এলাকার কাছাকাছি দোকানে দশটার পর যে লাইন লেগে যায় বারোটা পর্যন্ত তার চাপে ফটোকপি মেশিন মালিকের পেট ফুলে-ফেঁপে উঠতে আর কত সময় লাগে? নকল কালচারের বদৌলতে টেকনিক গাইডওয়ালারা বেশ রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীর তখলিফ অনেকটা হ্রাস করার মহান প্রত্যয় নিয়ে নিজেদের প্রত্যয়কেও তারা বেশ পোক্ত করে ফেলেছেন। এ সকল অবস্থাও সুব্যবস্থারম্ব কারণে নকল এখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধতা পাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আসলে নকল যে কিভাবে আমাদের সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে তা আমরা বুঝতে চাই না বললেই চলে। আজ আমাদের দেশের সর্বত্র সুশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর বড় অভাব। আই,এ-বি,এ পাস ছেলে-মেয়ে ইংরেজী তো দূরের কথা বাংলায়ও শুদ্ধভাবে দরখাস্ত লিখতে অক্ষম। শুদ্ধভাবে নোট অথবা ড্রাফট করার মত কর্মচারীর বড় অভাব আজ দেশের অফিস-আদালতে। মেধা-মননের এই আকালের যুগে সন্ত্রাস আর ছাত্র রাজনীতি সবেধন নীলমণি দুষ্চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে বিদেশে পড়তে উৎসাহিত করে এ দেশকে ক্রমে মেধাশূন্য করার ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। তাই এই অবস্থার আশু পরিবর্তন খুবই জরুরী। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নকল প্রবণতা বন্ধ করতেই হবে। নকল প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থাগুলোর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

❑ নকল যে চুরির মত গর্হিত কাজ-এ বিষয়ে ধারণা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

❑ ছাত্র-ছাত্রীর নকল ধরা পড়লে এক্সপেল্ড ছাড়াও চুরির অপরাধের মতো শাস্তির বিধান করতে হবে।

❑ ছাত্র-ছাত্রীদের যেন নকল করার প্রয়োজন না হয় সেভাবে তাদের তৈরী করতে হবে। আন্তরিকতার সাথে যেমন পড়াতে হবে তেমন নিয়মিত ক্লাস টেষ্ট নিয়ে প্রাপ্ত নাম্বার ফাইনালে যোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

❑ পরীক্ষার আগেই ছাত্র সংসদেরসহ অন্যান্য ছাত্র নেতাদের নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনায় নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

❑ নকলে সহায়তাকারী তিনি যেই হোন না কেন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি জেল-জরিমানা করতে হবে।

❑ টেকনিক গাইড নামের নকল গাইডের উৎস খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনে যে প্রেসে তা ছাপা হবে তা বাজেয়াপ্ত করতে হবে। যে দোকানে বিক্রি হবে তার বিরুদ্ধে জেল-জরিমানা বা ট্রেড লাইসেন্স বাজেয়াপ্তর মত শাস্তি আরোপ করতে হবে।

❑ শিক্ষকদের বাণিজ্যিক মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনে প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করতে হবে।

❑ প্রাতিষ্ঠানিক টেষ্ট পরীক্ষায় কড়াকড়ি করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় টেষ্ট-এর রেজাল্টসহ বোর্ডে পাঠাতে হবে। এতে পুরোপুরি নকল নির্ভর ছাত্র-ছাত্রীরা ফরম পূরণের সুযোগ পাবে না।

❑ কেন্দ্র এলাকায় ৫০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা প্রয়োজনে কারফিউ জারি করতে হবে।

❑ ক্লাস টেষ্টের প্রাপ্ত নাম্বার-টেষ্টের রেজাল্টসহ এবং ৭৫% হাজিরার শর্তে ফরম পূরণের সুযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা অনেকেরই মনঃপুত হবে না। তাদের ভাষায় মশা মারতে কামান দাগার মত এসব ব্যবস্থাদি অযৌক্তিক। তারা বুঝতে চান না যে, নকলের এই ক্যান্সার কিভাবে জাতীয় শরীরের নির্জাস কুরে কুরে খাচ্ছে। মেধা-প্রতিভাশূন্য একটি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে তো পারেই না বরং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে মান-ইজ্জতের সাথে টিকে থাকাই দুঃসাধ্য। সুতরাং জাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনেই আজ আমাদের প্রতিরোধের কথা জোরালোভাবে ভাবতে হবে এবং সে কারণেই উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার অবকাশ রাখে বলে আমরা মনে করি। ❑

নকল যে চৌর্যবৃত্তি তাতে সন্দেহ নেই। তবে এখানে চোর শুধু রাষ্ট্রের বা সমাজেরই নয় ক্ষতি করছে নিজেরও। এটিই শুধু সিঁধ কাটা চোরের সাথে নকলবাজদের পার্থক্য। তবে ইদানীং নকলবাজরা চোর থেকে ডাকাতে পদোন্নতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করছে। তাই পাতা কেটে লুকিয়ে-চুরিয়ে লেখার ঝামেলা এড়াতে মফস্বলের কিছু স্কুল-কলেজের পরীক্ষার্থী গোটা বই নিয়েই বসে পড়ছেন। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আজ এমনই এক পর্যায়ে উপনীত যে, নকলে বাধা দিলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। শিক্ষক-ম্যাজিস্ট্রেট এমনকি আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশবাহিনীও রেহাই পাচ্ছেন না নকলবাজদের আক্রমণ থেকে।